সংবাদ

তারিখ 04 SEP 2013
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী অভিভাবক ফোরাম

সব পরীক্ষার বর্ধিত ফি প্রত্যাহার না করলে পরীক্ষা বন্ধ করে আন্দোলন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন সব পরীক্ষার বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী অভিভাবক ফোরাম। তারা বলেন, কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ পরীক্ষার ফি, নম্বরপত্র ফি, কেন্দ্র ফি, প্রশিক্ষণ ফি, ব্যবহারিক কেন্দ্র ফি, সংযোগ রক্ষাকারী ফি, বাস্তব প্রশিক্ষণ ফি ও বিলম্ব ফিসহ সব ফি কমপক্ষে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে অসংখ্য শিক্ষার্থীর অভিভাবকের পক্ষে পরীক্ষার খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। অবিলম্বে এই বর্ধিত ফি প্রত্যাহার না করলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে রাজপথে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলেও অভিভাবক ফোরামের নেতারা হুমকি দেন।

গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এ হুমকি দেয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী অভিভাবক ফোরামের আহ্বায়ক প্রফেসর আবুল কাসেম। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-আহ্বায়ক মীর আহসান আলী, মিজানুর রহমান তালুকদার ও মো. লুৎফর রহমানসহ শতাধিক অভিভাবক।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ও বোর্ড সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা এসএসসি ভোকেশনাল নবম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যায়, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ২য় পর্বের ফি ২৫৫ টাকা বৃদ্ধি, ৪র্থ পর্বের ফি ৩০৫ টাকা বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠ পর্বের (নিয়মিত) ফি ৩০৫ টাকা বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠ পর্বের (অনিয়মিত) ফি ৬৯০ টাকা বৃদ্ধি, ৮ম পর্বের (নিয়মিত) ফি ২৫৫ টাকা বৃদ্ধি এবং বিলম্ব ফি ৬৫০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এছাড়াও এসএসসি ভোকেশনাল নবম শ্রেণীতে পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা, কেন্দ্র ফি ১৫০ টাকা, ব্যবহারিক কেন্দ্র ফি ৫০ টাকা, নম্বরপত্র ফি ১০ টাকা, বাস্তব প্রশিক্ষণ ফি ২০ টাকা, সংযোগ রক্ষাকারী ফি ১০০ টাকা, বিলম্ব ফি ১০০ টাকা এবং কোন কারণে নির্ধারিত সময়ে ফরম পূরণে ব্যর্থ হলে তার জরিমানাও ৬৫০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমের ছাত্রছাত্রীদের নবম ও দশম শ্রেণীতে দুইবার পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে হয়।

অভিভাবকরা জানান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে দেশের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন ও সনদায়নের ব্যবস্থা করা হয়। বোর্ডের অধীনে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিন শতাধিক এবং বেসরকারি ও স্বঅর্থায়নে পরিচালিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের এবং পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীরাই বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এই সরকারের আমলে যখন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের সব প্রকার ফি কয়েকগুণ বৃদ্ধিতে অভিভাবকরা দিশাহারা হয়ে পড়ছে। অতিরিক্ত খরচ বেড়ে যাওয়ায় ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই সরকারের উচিত অবিলম্বে বর্ধিত ফি প্রত্যাহারে উদ্যোগ নেয়া।